দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 07 FEB 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

ঢাকা বুধবার, ২৫ মাঘ, ১৩৯৬ ॥ ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের প্রথম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দুঃখজনকভাবে তুমুল রাজনৈতিক শোরগোলের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে বিষয়টি কোনো সমস্যা নয় তাকে সমস্যা হিসাবে তৈরী করা সত্যিই দুঃখজনক। কোটি কোটি মুসলমান জ্ঞান পিপাসুর এই দেশে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম এবং পরিবেশ রচনার স্বার্থেই আমরা কামনা করি সমস্যাটির গুরুত্ব এবং সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সক্রিয় বিবেচনায় এনে প্রকৃত কল্যাণকর এবং বাস্তব সমাধান চিহ্নিত করা হবে। যে কথাটি সর্বাগ্রে স্মরণ করে আমরা আমাদের সুচিন্তিত সুপারিশ পেশ করতে চাই তা এই যে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নিছক একটি সাধারণ বিদ্যাপীঠ নয়। বাংলাদেশের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এদেশের কোটি কোটি তৌহিদী মানুষের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানচর্চা, ধর্মসাধনা ও গবেষণার প্রাণকেন্দ্র হিসাবে এদেশের মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এদেশের মানুষ ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এসেছে। ঔপনিবেশিক দখলদারী কায়েম হবার পর ইসলামী শিক্ষার স্থলাভিষিক্ত হয় ইংরেজী ভাষা ও সাধারণ শিক্ষার বিবিধ মাধ্যম। ইসলামী শিক্ষাকে সংকুচিত করে তোলা হয় এবং সাধারণ শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। আজ যখন আমরা আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব ও সাংস্কৃতিক উৎস সন্ধান করতে চলেছি তখন অবধারিতভাবে আমরা উপলব্ধি করি একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা এবং এর বৃহত্তর সামাজিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য।

এই ঐতিহাসিক তাগিদ থেকেই ১৯৩৬ সাল থেকে এদেশে বুলন্দ হয়ে ওঠে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী। পাকিস্তান আমলে এই গণদাবী বাস্তবায়িত হতে পারেনি। তবে প্রেসিডেন্ট আইউব খান জাহাঙ্গীরনগরে প্রস্তাবিত জামিয়া মিল্লিয়া প্রতিষ্ঠার ওয়াদা করেন। কিন্তু পরে সেটিকেও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। স্বাধীনতার পর পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণদাবীর মুখে প্রেসিডেন্ট জিয়ার নির্দেশে কুষ্টিয়ার শান্তিডাঙ্গায় প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচিত হয়। কিন্তু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় স্থাপিত করার একাধিক অপরিহার্যতার কথা চিন্তা করে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ঢাকার গাজীপুরে প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত করেন। ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবার পর তিনিই সেই ঐতিহাসিক বিদ্যাপীঠের শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে দেশের ইসলামী শিক্ষার এক নতুন যুগের সূচনা করেন। উল্লেখযোগ্য যে, দেশের প্রায় সকল শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান বিশৃংখলা, সেশনজট বা দলাদলি থাকলেও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও সুশৃংখলভাবে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। কিন্তু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টি বিকাশোন্মুখ অবস্থায় পুনরায় কুষ্টিয়ায় স্থানান্তরের নির্দেশদানের ফলে সমগ্র দেশব্যাপী বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, যা আজ পর্যন্ত একটি জাতীয় রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। গাজীপুরে বিশ্ববিদ্যালয় বহাল রাখার অপরিহার্যতা প্রশ্নাতীত। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা যে কোনো বিচারেই ইসলামী শিক্ষায়তনের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের যথোপযুক্ত স্থান। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা সম্ভবপর নয় বিধায় এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, অন্যান্য সকল সহযোগী প্রতিষ্ঠান, গবেষণাগার, বিজ্ঞানাগার, প্রভৃতির সাহায্য নিতে পারে। তাছাড়া ঢাকা কেন্দ্রীয়ভাবে অবস্থিত বিধায় যোগাযোগের দিক থেকেও এর অবস্থান অত্যন্ত সুবিধাজনক। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব বিদেশী শিক্ষক, ছাত্র, গবেষক ও শুভানুধ্যায়ী নিয়মিত সফরে আসবেন তাদের অবস্থানের জন্যও ঢাকা অত্যন্ত অপরিহার্য। সর্বোপরি, হাজার মসজিদের শহর এই রাজধানী ঢাকার বুকে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে বাংলাদেশের গৌরবময় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উন্মুক্ত ফোরাম। জাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি ঐতিহ্য ও নৈতিকতার সাধনায় এই মহতী প্রতিষ্ঠান জাতীয় অগ্রগতি ও কল্যাণের সহযাত্রী হবে, নেতৃত্ব দেবে, এটাই প্রত্যাশিত ও বহুল আকাঙ্ক্ষিত।

আমরা মনে করি, দেশে একাধিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ও থাকতে পারে। কুষ্টিয়ার নির্ধারিত স্থানে দেশের দ্বিতীয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। কিন্তু রাজধানী থেকে দেশের প্রথম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থানান্তর এই মহান বিদ্যাকেন্দ্রের গুরুত্ব এবং তাৎপর্যকে ক্ষুণ্ন ও শিক্ষা কার্যক্রমকে ব্যাহত করবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টির উদ্বোধনকারী এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মহামান্য প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও তাঁর সরকারের প্রতি এটিই আমাদের ঐকান্তিক নিবেদন যে, গাজীপুরে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত রদ করুন এবং হাসপাতাল নির্মাণ কিংবা গাজীপুর কলেজের মান উন্নয়ন প্রভৃতিকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরের বিকল্প প্রস্তাব হিসাবে বিবেচনা না করে আদি নির্ধারিত স্থান অর্থাৎ ঢাকার গাজীপুরেই দেশের প্রথম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টিকে বহাল রাখার জাতীয় গণদাবী মেনে নিন। জাতীয় দাবীর ভাষ্যকার হিসাবে এই আমাদের আকুল আরজি।